কোটচাঁদপুরে পুকুর থেকে কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একটি ইটভাটার পুকুর থেকে নাসিমা খাতুন
(১৪) নামের এক কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে কোটচাঁদপুর পৌর কলেজ এলাকার ইকো ব্রিকসের পুকুর থেকে ওই কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নাসিমা খাতুন উপজেলার সলেমানপুর গ্রামের মৃত নাজমুল মীরের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের ইকো ব্রিকসের পুকুরে এক কিশোরীর মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় আশপাশের লোকজন। খবর পেয়ে স্বজনরা এসে পরিচয় শনাক্ত করলে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের স্বজনরা জানান, বুধবার সকালে বান্ধবীদের সাথে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় নাসিমা। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি সে।

কোটচাঁদপুর মডেলা থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জিকে ক্যানেল থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মোহাম্মদ আলী (৩) নামের এক শিশু নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ২১ ঘণ্টা পর জিকে ক্যানেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার সকালে উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নের ৮নং কাদেরপুর এলাকার জিকে

ক্যানেল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

শিশু মোহাম্মদ আলী উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নের ৮নং কাদেরপুর এলাকার রহমত বলী কহনের পুত্র।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটি বাড়ির আশপাশ থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হলে স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দীর্ঘ সময় খোঁজ না পেয়ে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়। পরে আজ সকালে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

ডুবুরি দলের সদস্যরা এবং স্থানীয় এলাকাবাসীর সর্বোচ্চ চেষ্টায় অবশেষে জিকে ক্যানেল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

জীবননগরে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরকীয়ার কারণে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান নিহতের পরিবারের সদস্যরা।

মরদেহের সুরতাহল প্রস্তুত শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের মাঠপাড়া থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত জাহিদুল ইসলাম জাহিদ(২৯) জীবননগর উপজেলার খয়েরহুদা গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আশরাফ আলীর ছেলে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. সোলায়মান শেখ জানান, মঙ্গলবার রাতে জাহিদুল ইসলাম জাহিদ বাড়ি থেকে বের হন ব্যক্তিগত কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এরপর আর রাতে সে বাড়িতে ফিরে আসেনি। স্বাজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পর কোথাও খুঁজে পাইনি। বেলা ১১টার দিকে গ্রামের কৃষকরা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় মাঠে তার মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

দুপুরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে জীবননগর থানায় নেয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য বিকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

তিনি আরো জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পরকীয়া প্রেমের কারণে এ ঘটনা ঘটতে পারে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। ঘটনার সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য পুলিশের কয়েকটি টিম কাজ করছে।

মহেশপুর সীমান্তবর্তী ইছামতি নদী থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের খোসালপুর সীমান্তবর্তী ইছামতি নদী থেকে জুয়েল রানা (২৪) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত জুয়েল খোসালপুর গ্রামের আনারুল হকের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে মরদেহটি নদীর পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ বিজিবির উপস্থিতিতে লাশটি উদ্ধার করে।

বিজিবি ৫৮ ব্যাটলিয়নের পরচিালক কর্ণেল রফিকুল ইসলাম জানান, গতকাল বুধবার ১১টার দিকে জুয়েল ঘাষ কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়। ভারতীয় সীমান্তের শুন্য লাইনের ২০০গজ দুরে খোশালপুর গ্রামের মাঠে ঘাষ কাটছিল কারন সেখানে তার ব্যবহৃত জামা-কাপড় পাওয়া গেছে। পরে পারিবারিক ভাবে বিজিবিকে খবর দেয় বিজিবি তাকে খুঁজতে থাকে পরে আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা লাশটি বাংলাদেশের সীমান্তে ইছামতি নদীতে জুয়েলের লাশ ভাসতে দেখে এবং বিজিবি সদস্যরা তার লাশটি উদ্ধার করে পুলিশে হস্তান্তর করে।

এছাড়া স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে খোসালপুর সীমান্তের ইছামতি নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। নিহতের পরিবারের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। জুয়েল রানার ভাই অভিযোগ করে বলেন, জুয়েল একই গ্রামের মাসুদ, মিলন ও

কামরুলের সাথে ব্যবসায়িক কাজে জড়িত ছিলেন। সম্প্রতি তাদের একটি ব্যাগ হারিয়ে যায়, যাতে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিল। ওই ব্যাগ হারানোকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

নিহতের ভাইয়ের দাবি, এই বিরোধের জেরে ওই তিন যুবক জুয়েলকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) সাজ্জাদ হোসেন জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। মরদেহের হাতে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তদন্ত করা হচ্ছে।

পুলিশ আরও জানায়, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এবং এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে নিখোঁজের ৭ দিন পর পরিত্যক্ত অবস্থায় নারীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে নিখোঁজের ৩ দিন পর টগরী খাতুন (৩৫) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মেহেরপুর পৌর এলাকার ক্যাশবপাড়া এলাকার একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত টগরী খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের সেন্টু মিয়ার স্ত্রী। তার দুটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, নোমান গার্মেন্টসের স্বত্বাধিকারী নোমানের ক্যাশবপাড়ার পরিত্যক্ত জমিতে একটি নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে নিহতের স্বামী সেন্টু মিয়া ঘটনাস্থলে এসে মরদেহটি তার স্ত্রীর বলে শনাক্ত করেন।

নিহতের স্বামী সেন্টু মিয়া অভিযোগ করে বলেন, ৩ দিন আগে তার স্ত্রী টগরী খাতুন বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে বের হন। এরপর থেকে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় তিনি একাধিকবার মেহেরপুর সদর থানায় যোগাযোগ করলেও পুলিশের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাননি বলে দাবি করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধে বোনকে হ*ত্যা*র অভিযোগ

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তসলিমা খাতুন (৫০) নামের এক মহিলাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার ভাইদের বিরুদ্ধে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবীল গ্রামের কবরস্থানের পাশের একটি ডোবা থেকে তসলিমা খাতুনের ক্ষত—বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ।

নিহত তসলিমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ৫ নং ওয়ার্ড বাগানপাড়া এলাকার আব্দুল হান্নানের স্ত্রী। তিনি তার বাবার বাড়ি চাঁদবীলে বসবাস করতেন।

নিহত তসলিমার স্বামী আব্দুল হান্নান অভিযোগ করে বলেন, পিতা মাতার সম্পত্তির ১২ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র সাড়ে ১০ কাঠা জমি তার স্ত্রীক মৌখিকভাবে দেওয়া হয়েছে। বাকি জমির ভাগ চাওয়ায় তসলিমার ভাই আব্দুল বারেক, মন্টু আলী, লাল্টু হোসেন, আব্দুল হক, কান্টু হোসেন মিলে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা শেষে কবরস্থানের ফেলে রেখে পালিয়েছে বলে তিনি

অভিযোগ করেন।

প্রতিবেশী আলেয়া খাতুন জানান, তসলিমা খাতুনের স্বামীর বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় হলেও ৩/৪ বছর আগে তারা বাবা মৃত বরকত আলীর বাড়ি চাঁদবীলে চলে আসেন। তারপর থেকে তিনি পরিবার নিয়ে এখানেই বসবাস করছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, খবর পেয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ভাইদের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যেই হত্যাকাণ্ডের মুল রহস্য উন্মেচিত হবে।

এদিকে, তসলিমা খাতুনের ক্ষত—বিক্ষত মরদেহ উদ্ধারের পরপরই তার ভাইদের পরিবারের সবাই আত্মগোপনে রয়েছেন।

গাংনীতে “অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার”

এক ছেলে পুলিশ সদস্য, অপর ছেলে কুয়েত প্রবাসী। বৃদ্ধ পিতার যায়গা হয়নি কোনো ছেলের কাছে। সংসার চালানোর জন্য টাকা পয়সাও দেইনা কেউ। তাই স্থানীয় সাপ্তাহিক হাটবাজারে লেবু ও আমড়া বিক্রি করেই নিজের পেট চালাতেন বৃদ্ধ আবু বক্কর (৭০)। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। সেও চলে গেছে তাঁকে ছেড়ে। ছোট্ট কুঁড়েই ঘরেই ছিলো তাঁর বাস। তিনদিন আগেও প্রতিবেশীরা তাঁকে ছাগলের জন্য কাঁঠাল পাতা কাটতে দেখেছেন। তারপর তিনদিন কেউ তাঁর খোঁজ পাননি।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকালের দিকে ঘর থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। প্রতিবেশীরা তাঁর ঘরে গিয়েই দেখতে পান অর্ধগলিত মরদেহ পড়ে

আছে আবু বক্করের।

আবু বক্কর গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মৃতু চাঁদ আলীর ছেলে।

গাংনী থানার কুমারিডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমান জানান, স্থানীয়দের দেয়া খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, আবু বক্করের প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও ফেলে রেখে চলে গেছে। বড় ছেলে রতন কুয়েত প্রবাসী। ছোট ছেলে জিয়া বাংলাদেশ পুলিশে চাকুরী করেন। সে সুবাদে নড়াইল জেলাতে থাকেন তিনি। বৃদ্ধ আবু বক্কর ব্যবসা করে নিজেই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন। একাই থাকতেন ছোট্ট কুড়ে ঘরটিতে।

স্থানীয় প্রতিবেশী কবির হোসেনসহ বেশ কয়েকজন জানান, কোনো ছেলেই তার বাবাকে খেতে দিতো না। ছেলেরা অন্য যায়গায় বাড়ি করেছে। তাদের স্ত্রী সেখানেই থাকেন। আবু বক্কর একাই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন। অসুখ বিসুখেও কেউ দেখতেন না। ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোক করে বা অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, ধারনা করা হচ্ছে অসুস্থ হয়েই সে মারা গেছে। তবে, তার ছেলে বা আত্মীয় স্বজন আসার পর বোঝা যাবে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে নিখোঁজ এএসআই মুকুলের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর পদ্মা নদীতে নিখোঁজ আরেক এএসআই মুকুল হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল আটটার দিকে পাবনার সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ এলাকায় পদ্মা নদী থেকে তাঁর

মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ফিরোজ আহমেদ বলেন, ‘আজ সকালে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল নদীতে উদ্ধার অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন কুমারখালীর ওসি ফোন করে জানান, লাশ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে এএসআই মুকুল হোসেনের লাশ ভেসে উঠেছে।

এর আগে গত সোমবার ভোরে উপজেলার বেড় কালোয়া এলাকার দুর্বৃত্তদের হামলায় নৌকা থেকে পদ্মা নদীতে নৌকা থেকে পড়ে কুমারখালী থানার এএসআই সদরুল আলম ও এএসআই মুকুল হোসেন নিখোঁজ হন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এএসআই সদরুল আলমের লাশ ঘটনাস্থল থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

এদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার ভোর চারটার দিকে কুমারখালী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ছয়জন পুলিশ সদস্য, স্থানীয় দুই ইউপি সদস্য ও দুই মাঝি মিলে পদ্মার ওপারে চরসাদীপুর এলাকায় আসামি ধরতে যাচ্ছিলেন। এ সময় কয়েকটি নৌকার জেলেরা তাঁদের ওপর হামলা চালান। তখন প্রাণ বাঁচাতে দুই পুলিশ সদস্য নদীতে ঝাঁপ দেন।

স্থানীয় লোকজন বলছেন, ভোরে স্থানীয় ইউপি সদস্যদের সহযোগিতায় কয়েকজন পুলিশ সদস্য নৌকা নিয়ে পদ্মা নদীতে যান। এ সময় তাঁরা জেলেদের মাছ লুট করার চেষ্টা করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বেশ কয়েকটি নৌকার লোকজন তাঁদের ওপর হামলা চালান।

বেড় কালোয়া এলাকার জেলে এজাহার শেখ বলেন, ‘রাতে পদ্মায় ইলিশ ধরছিলাম। সে সময় দুই ইউপি সদস্য ও ছয়জন পুলিশ এসে আমার কাছে থাকা মাছ নিয়ে চলে যান। মাছ নেওয়ার পরে পুলিশ আবার মাছ ধরার অনুমতি দিয়ে চলে যায়।’

বেড় কালোয়া এলাকার জেলেদের নেতা ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘রোববার দিবাগত রাত তিনটার দিকে স্থানীয় জেলেরা প্রথমে তাঁকে ফোন দিয়ে জানান, নদীতে ঝামেলা হচ্ছে। ইউপি সদস্য ও পুলিশ সদস্যরা এসে জেলেদের কাছ থেকে তেল ও মাছ লুটপাট করে নিয়ে গেছেন। ওই খবর শুনে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরপর ভোর পাঁচটার দিকে এএসআই সদরুল আমাকে ফোনে বলেন, “ভাই, আমরা বিপদে আছি। সাহায্য করেন।” তখন একটি নৌকায় চারজন গিয়ে এসআই নজরুলসহ চার পুলিশ সদস্য ও দুই ইউপি

সদস্যকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। এসআই নজরুলের মাথায় আঘাত ছিল।’

ইয়ারুল ইসলাম আরও বলেন, ‘পুলিশ সাদাপোশাকে ছিল। ইউপি সদস্যরা জেলেদের মাছ, তেল ও টাকা লুটপাট করতে পুলিশ নিয়ে এসেছিলেন। ৩০ থেকে ৪০ জন জেলে ডাকাত ভেবে হামলা চালিয়েছিলেন।’

পুলিশের আসামি ধরতে যাওয়া ও জেলেদের হামলার বিষয় নিয়ে এলাকায় ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, চরসাদীপুরে পদ্মা পাড়ি দিয়ে যেতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। পদ্মার ওপারে পাবনা শহরের কাছাকাছি এলাকায় পুলিশ খুব কমই যায়। দিনের বেলা ঘটনা ঘটলে পুলিশ যেখানে যেতে অনীহা দেখায়, সেখানে গভীর রাতে যাচ্ছিল। প্রশ্ন উঠেছে, চরসাদীপুর বা খেয়াঘাট শিলাইদহ ইউনিয়নের কোনো ইউপি সদস্যকে সঙ্গে না নিয়ে দূরের ইউপি সদস্যদের নিয়ে কেন পুলিশ আসামি ধরতে যাওয়ার কথা বলছে। এমনকি আসামি ধরতে গেলে সিভিল পোশাকে ও অস্ত্র ছাড়াই কেন যাবে?

আবার মৎস্য অফিস সূত্র জানিয়েছে, সোমবার রাতে পদ্মা নদীতে তাদের কোনো অভিযান ছিল না।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে রেললাইন থেকে গৃহবধূর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে রেললাইনের পাশ থেকে এক গৃহবধূর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, সিলাকে তাঁর স্বামী হত্যা করেছে।

আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন সন্নিকট এলাকা থেকে গৃহবধূ সিলা খাতুনের মরহেদ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সিলা খাতুন (২৪) সে জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামের হার্ডওয়ার্ক ব্যবসায়ী রাসেল হোসেনের স্ত্রী ও একই উপজেলার

নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের মেয়ে।

ঘটনার পর থেকে স্বামী রাসেল ও তার পরিবারের সদস্যরা পলাতক রয়েছে। তবে নিহত সিলার পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করেছেন রাসেল ও তার পরিবারের লোকজন ।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছয় বছর আগে রাসেল ও সিলার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই রাসেল মাদক সেবন করতো। এনিয়ে সিলা প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করতেন। বিভিন্ন সময় পরিবারের কাছে টাকা দাবি করতেন। টাকা না দিলে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতেন রাসেল। গতকাল রোববার দুপুরে ১৫০ টাকা চুরির অভিযোগ তুলে সিলাকে মারধর করে রাসেল। ওই দিন রাত ১২ টার সিলা নিখোঁজ বলে রাসেল তার শ্বশুর পরিবারকে ফোনে জানান। রাতভর সিলার পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি করে। পরে আজ সোমবার সকালে মুন্সিগঞ্জ এলাকার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন থেকে তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের ভাই সাহেব আলী জানান, গতকাল রোববার দুপুরে সিলাকে মারপিট করে রাসেল। রাতে মোবাইলে জানান বোন বাড়ি থেকে চলে গেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে মুন্সিগঞ্জ রেললাইনের পাশ থেকে বোনের রক্তাক্ত মরদেহ পাওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, তার বোনকে রাসেল পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে রেললাইনের পাশে ফেলে রেখে গেছে।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার পরিদর্শক (ওসি) জহির হোসেন বলেন, লাশের মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের কাটার চিহ্ন রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এটি হত্যা। তদন্তের প্রয়োজনে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শৈলকুপায় নিখোজের ৩ দিন পর মাদরাসা ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপার দুধসর গ্রামে নিখোঁজের ৩ দিন পর আইরিন আক্তার তিথি (১৭) নামের এক মাদরাসা ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের আশরাফ হোসেন এর মেয়ে এবং রাবেয়া খাতুন মডেল মাদ্রসার ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলো।

শৈলকুপা থানার ওসি সফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে একটি ফোনে কথা বলে ঘর থেকে বের হয় আইরিন আক্তার তিথি। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের একটি বাগানে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহের গলায় ওড়না পেচানো দেখে মনে হচ্ছে হত্যা করা হয়েছে। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে।

নিহতের পিতা আশরাফ হোসেন জানান, আমার মেয়েকে কৌশলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে।